বাবু সমর সেন, তাঁর বৃত্তান্ত

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

বাবু বৃত্তান্ত, আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড - কলকাতা -৯
স্মৃতি - সুধা স্বীকারোক্তিমূলক কিছু না, বাবু-বৃত্তান্ত আত্মজীবনী। এর উলঙ্গ এমপেরিসিজম মাঝে মাঝে হাড় হিম করে দেয়।
১৯৩২-এ স্কটিশে ভর্তি হন। মেয়েরা পড়ত বলে ওখানে ভর্তি হবার আগ্রহ ছিল। তা বটে। অন্তত বাগবাজার ঝিকোষ লেনের গিলে-করা তাণ্যের কাছে স্কটিশ -এর অধিক আর কী। ও-সব অঞ্চলে (জামতাড়ায়) অল্প বয়সের সাঁওতাল মেয়েরা তো খোদাই করা সৃষ্টি। তবে ধারে-কাছে ঘোঁষতাম না, ছেলেরা বড় জঙ্গি। আমাদের চুঁচুড়োর বন্ধু বুড়ো ও-দিকেই কনট্রাকটরি করে। তার ..প.. উচচারণ হয় না। শুনে সে নিশ্চিত বলে উঠবে, অফূর্ব ! তোরা নিশ্চয় একেই পে ায়েটিক জাস্টিস বলিস? অরণ্যে একলা থাকার একটা ভারতীয়-সুলভ টান আমার অনেকদিন ছিল। খুব সম্ভব অরণ্যের দিনরাত্রি দেখার পর মোহমুক্ত হই....এই হল সমরবাবুর সত্যজিৎ -বিদায় এবং হেদোতে বসতো খিস্তলজি-র (খিস্তি - খেউড়ের) ক্লাস, প্রফেসর ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য....সহপাঠী বন্ধু সম্পর্কে এ ছাড়া তাঁর কিছু বলার নেই।

যেন লাফ দিয়ে লাঙলের ওপর চড়ে একহাতে লাঙলপ্রান্ত ও অন্য হাত এঁড়ের ল্যাজ ধরে ট্রঃ ট্রঃ শব্দে ছুটে চলছে ফলন - প্রত্যাশী চাষ, পৃথিবীর সেরা আত্মজীবনীগুলি এমনি রোখা মনোভাব নিয়েই লেখা হয়ে থাকবে। আমি অন্তত একটি পড়েছি। না-না। রাসলে-- শো না। এ ওঁদের কর্মই না। বইটি হল হেনরি হ্যাভলক এলিসের আত্মজীবনী (মাই ল াইফ)। হ্যাভলক ও এডিথ এলিসের হাঁদা দাম্পত্যভূমির ওপর দিয়ে মর্দিতলাঙ্গুল এঁড়ের সে কী বাপরে-মারে দৌড়, অনেকেই মনে করেন, মনস্তত্ত্ববিদের তাত্ত্বিক প্রয়োজনে ওখানে যৌন-সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪১-এর এপ্রিলের শেষে বিয়ে হল। সমর সেন বলেছেন, ২২শে জুন শ - জার্মান লড়াই আরাম্ভ হওয়াতে সংসারের কথা মনে থাকত না। এই বিবৃতি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য। পরবর্তী। পঙ্‌ক্তি হল ঃ ১৯৪২-৫৬-এর মধ্যে দুটি কন্যা হয়। তাঁর স্ত্রী-সম্পর্কে আমরা তাই কেবল এইটুকু জানতে পাই যে তিনি ছিলেন দিল্লির জনৈক পাঁচুবাবুর কন্যা (উপাধি নেই) যাঁর সম্পর্কে দিল্লি যাত্রার প্র াক্কালে বাবা অণ সেন সাবধান করে দিয়েছিলেন, দ্যাখ পাঁচুর ওখানে যাস না। পাঁচু বড় দাম্ভিক। মস্কোয় তোলা একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফের পরিচয় -লিপি থেকে এ-ছাড়া যা অনুমান করা যায় তাহল তাঁর নাম ছিল, সম্ভবত সুলেখা।

মাত্র ১২ বছর কবিতা লিখে, কেন লেখা, ছেড়ে দিলেন এ-ব্যাপারেও তিনি নীরব। অথচ দ্যা মিথ অফ সমর সেন এর একটা কারণ নিশ্চয়ই কবি খ্যাতির পাথর মোটামুটি চূড়া পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবার পর তার অভিশপ্ত গড়িয়ে পড়া ? স্বয়ং ছেড়ে দিয়েছিলেন এটা বিশ্বাস করা শক্ত। মেঘ ডেকে উঠেছিল, তাই কচ্ছপও কামড় ছেড়ে দিয়েছিল, আর এমনটাই হয়ে থাকে।

সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত কয়েকটি তথ্য হল ঃ শান্তিনিকেতনে গিয়ে নিবু-নিবু রবীন্দ্র-দৃষ্টির সীমান্তে দাঁড়িয়ে তিনি সিগারেট ফুঁকতেন ও রবিবাবু বলতেন। শেষের কবিতা চালিয়াতি মনে হয়েছিল এবং চার অদ্যায় অনুরূপ লেগেছিল। তখন বয়স ২২ /২৪ বছরের যুব তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ গ্রহণ বিষ্ণু দে - কে দিলে তিনি পায়ের দুটো আঙুলের মধ্যে বইটা গুঁজে অদুরবর্তিনী স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেন। বুদ্ধদেব বসু ও নীরদ চৌধুরির মধ্যে নাতিদীর্ঘ লেখকদের আত্রমণাত্মক ঝোঁক লক্ষ্য করেন---- দৈর্ঘ্যের দিক থেকে যা হয়ত তাঁর আত্মসমালোচনাও ---এবং নিরঞ্জন (শীতে উপেক্ষিতা) বি বি সি ইংলিশে কথা বলত।

ঠাকুর্দা দীনেশচন্দ্র সেন। ছেলেপুলে নাতিনাতনি ও পুত্রবধূদের নিয়ে বইতে প্রখ্যাত গবেষকের ভূমিকা অনেকটা রাখাল গর পাল লয়ে যায় মাঠে ধরনের । বাবা অণ সেন ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রধান আড্ডা শিশির ভাদুড়ির ঠেকে-এ ফলং ফিরতে রাত কাবার। গভীর রাত পর্যন্ত দক্ষিণের বারান্দায় মার সঙ্গে বসে থাকতাম। মা গুনগুন করে রবি ঠাকুরের গান গাইতেন, আমার দিন ফুরালো, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে ইত্যাদি। উত্তর -তিরিশে সূতিকা রোগে মার মৃত্যু-সময়ে ছোট বে ানের বয়স তিন মাস। সে তিন বছরে পড়লে একদিন বাবা বেশ সেজেগুজে বেরচ্ছেন। তখন গোধূলিবেলা। ছেলে জ ানতে চাইল, বরেরমত দেখাচ্ছে, বাবা, বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি ঞ্জ পরদিন এলেন নতুন বধূ, বয়েস অনেক কম, সুন্দরী বিধবা। দু পক্ষে সমর সেনরা ষোলো জন।

কাঁথি ও দিল্লিতে অধ্যাপনা, দিল্লিতে রেড়িওর সংবাদ বিভাগে চাকরি (১৯৪০-৪৮)। ইতিমধ্যে ভারত ছাড় আন্দোলন দাঙ্গা দেশ বিভাগ স্বাধীনতা। ৪৯-এ কলকাতার স্টেটসম্যান-এ। চীনের অভ্যুদয় কোরিয়ার যুদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও তেলেঙ্গনা প্রভৃতি, রণদিভে হঠকারিতা, ৫৬-য় স্টালিনের কেচ্ছা। ৫৭-য় মস্কোয়। সেখানে সাড়ে চার বছর। ফিরেই কলকাতায় আমেরিক ান বিজ্ঞাপন সংস্থায়। তারপর নাও ও ফ্রন্টিয়ার সম্পাদনা, এমারজেন্সি---- মাঝখানে হিন্দুস্থান স্ট ্যান্ডর্ড---

৩০-এর যুগের কবি-ডাইনেস্টির সুখী রাজপুত্র, ৬০ ও ৭০ দশকের বিপ্লবপন্থী রাজনীতির বিবেক সমর সেনের এইখুদে আত্মজীবনীর পটভূমি বিশাল। রাশিয়াসহ বহু কিছু এবং জীবিত যাঁরা তাঁদের অনেকের সম্পর্কেই তিনি মুখ খোলেননি। তাঁর মধ্যবিত্ত ভদ্রতাজ্ঞানে লাগে। আসলে ৬২ -তে তো সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আত্মজীবনীআরও দশ বছর পরে লিখতে হয়, যখন গুম্ফপ্রান্তে কসমেটিক লাগাচ্ছেন।

অবশ্য যা বলেছেন তাও কম না। যে গদ্য ভাষায় বলেছেন তাতে হীরকের আলো। যাঁদের সম্পর্কে বলেছেন তাঁদের স্মিতচক্ষু ও সচ্ছল পৌষ, মন্তব্যগুলিকে পরিণতগজের বপ্রক্রীড়া হিসেবে সস্নেহেই গ্রহন করবে মনে হয়। তবে তাঁর পার্টি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে (উহ্য রইল) তারপর জ্যোতিবাবু তাঁকে ডেকে পুর প্রতি আলেকজান্দারেরসূচিবেদ্য হাসি হেসে হয়ত প্রশ্ন করবেন, বাবু তুমি কী- রূপ আচরণ প্রত্যাশা কর ? একজন বর্ণ এমপেরিসিস্ট সমর সেন অবশেষে একটি ইতিহ াসপ্রসিদ্ধ উত্তর দেবেন আশা করা যায়।

১৪-০৮-৭৮ আনন্দ বাজার পত্রিকা